The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্ত্রীধন নিয়ে প্রাচীন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের বিচারধারা

Aditi Mandal
Former Student, M.A in Sanskrit, University of Kalyani, West Bengal, India
DOI: *https://doi.org/10.70798/tgjct/010400022*

Abstract

সমাজের মেরুদণ্ড নারী এবং পুরুষ উভয়ইকে নিয়ে। গতানুগতিক বিচারধারায় আমরা দেখেছি পুরুষ এর সাথে সাথে নারীকেও স্বাবলম্বি হতে। তাই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পেছনে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। উভয়েরই অধিকার সম্বন্ধে আমরা প্রাচীনকাল থেকে অবগত। আর এই 'অধিকার' শব্দটির প্রসঙ্গে যদি কিছুটা পেছনে যাওয়া যায় দেখা যাবে প্রাচীন মুনি, ঋষিদের নানা বিচারধারা। তাঁদের মধ্যে মহামতি কৌটিল্য, আচার্য মনু ও যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের মাহাত্ম্য অনেকখানি। প্রসঙ্গক্রমে যাজ্ঞবল্ক্যের বিচারধারায় গিয়ে ঘুরে আসায় যেতে পারে। যাজ্ঞবল্ক্যই সর্বপ্রথম নারীর অধিকারের কথা বলেছেন। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর রচিত 'যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায়' স্ত্রীর অধিকার প্রসঙ্গে 'স্ত্রীধন' নিয়ে যা বলেছেন তা আজও সমাজের বিচারধারায় অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে সংজ্ঞায়িত স্ত্রীধন (আক্ষরিক অর্থে 'নারীর সম্পত্তি') সেই সম্পদ এবং সম্পত্তিকে বোঝায় যার উপর একজন নারীর সম্পূর্ণ মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ থাকে। ধর্মশাস্ত্রকার কাত্যায়ন অন্বাধেয় স্ত্রীধনের স্বরূপ নির্ণয় করে বলেছেন-

"বিবাহাৎ পরতো যচ্চ লব্ধং ভর্তৃকুলাৎ স্ত্রীয়া।
অন্বাধেয়ং তু তদ্ দ্রব্যং লব্ধং পিতৃকুলাৎ তথা॥" (কাত্যায়ন)

অর্থাৎ পরিণয়ের পরে ভর্তৃকুল থেকে এবং পিতৃকুল থেকে স্ত্রীকর্তৃক যা লব্ধ হয় তাকে বলে অন্বাধেয় স্ত্রীধন। যাজ্ঞবল্ক্যের সংজ্ঞা নারীর সম্পত্তির ধারণাকে প্রসারিত করে, এটিকে পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির তুলনায় আরও ব্যাপক করে তোলে। ভারতীয় আইনে 'স্ত্রীধন' হলো বিবাহিত নারীর নিজস্ব সম্পত্তি, যাতে তার পূর্ণ অধিকার থাকে, এবং এটি তার নিজস্ব উপার্জনের সমষ্টি। স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এই সম্পত্তির মালিকানা দাবি করতে পারে না। বর্তমান আইনি কাঠামোয় একজন মহিলা তাঁর স্ত্রীধনের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখেন, যা তাঁকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান করে। প্রাচীন থেকে আধুনিক সমাজে নারীর প্রতি লাঞ্ছনা, অবমাননা ইত্যাদি দিকগুলো আমরা প্রায়শই শুনে এসেছি, কিন্তু তাঁর মাঝেও এই 'স্ত্রীধন' বিষয়টি একটি নারীকে অনেকদূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

Keywords: *নারী, অধিকার, স্ত্রীধন, আইন, সম্পত্তি, যাজ্ঞবল্ক্য*

Introduction

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বৈদিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং প্রভাবশালী ঋষি, দার্শনিক ও ব্রহ্মজ্ঞানী। তিনি দেবরাতের পুত্র এবং মহর্ষি বৈশম্পায়নের ভাগ্নে ছিলেন। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য সনাতন ধর্মে অদ্বৈত দর্শনের বাস্তব রূপকার হিসেবে শ্রদ্ধেয়, যিনি জীবন ও ব্রহ্মের স্বরূপ উদঘাটনে নিজের পুরো জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রহিত বৃহদারণ্যক উপনিষদ অনুসারে তাকে কোশল রাজ্যের (উত্তর প্রদেশের অংশ) আদিবাসী বলে মনে করা হয়। অঞ্চলটি বৈদেহ অবস্থিত, লাফে বৈদিক "জগতের অত্যাধুনিক সীমান্ত অঞ্চল। স্তাল উল্লেখ করেন যে যাজ্ঞবল্ক্য নামটি যজ্ঞ থেকে উদ্ভুত হয়েছে, যা আচারকে বোঝায়, যাজ্ঞবল্ক্যকে একজন চিন্তাবিদ, ধর্মীয় নয়" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি প্রায়শই পূর্বে লিখিত, মনু স্মৃতির সাথে তুলনীয়। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিকে হিন্দু আইনের চূড়ান্ত উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ব্রিটিশরাও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিকে "হিন্দু আইন" বলে অভিহিত

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

করার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করত। তাই "হিন্দু আইন" এর বিচারের কথা বলা হয়েছে। স্মৃতিতে 'বিচার' কথাটি 'ব্যবহার' শব্দটিকে বুঝিয়েছে। যেখানে মহর্ষি কাত্যায়ন 'ব্যবহার' সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেছেন-

"বি-নানার্থে অব-সন্দেহে হরণং হারঃ উচ্যতে।
নানাসন্দেহহরণাদ্ ব্যবহার ইতি স্মৃতঃ।" (কাত্যায়ন)

'ব্যবহার' শব্দে বি+অব+হার–এ তিনটি অংশ রয়েছে। এ তিন অর্থকে একত্র মিলিত করলে হবে, নানা বিষয়ে সন্দেহের হরণকারক ব্যাপার। যেমন একটি দ্রব্যকে উভয়ে যদি নিজ সম্পত্তি বলে, তখন ঐ দ্রব্যটি প্রকৃত পক্ষে কার-এ বিষয়ে সন্দেহ হয়। তখন যে উপায়ে এ সন্দেহের নিরসন হয়, তাকে বলে ব্যবহার। এই "হিন্দু আইন" এর দ্বারা যাজ্ঞবল্ক্য নারীর অধিকার সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন। যেখানে নারীর অধিকার তথা নারীর সম্পত্তি বিষয়টি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য খুব নিখুঁত ভাবে আলোচনা করেছেন। যেটি আমাদের গবেষণার আজ মূল বিষয়।

Objectives

স্ত্রীধন বা নারীর ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার নিয়ে উচ্চমানের গবেষণা নিবন্ধ লেখার মূল উদ্দেশ্য হলো আইনগত, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা ও অধিকার নিশ্চিত করা।

এই ধরনের গবেষণা নিবন্ধ লেখার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ-

- **নারীর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা-**
  গবেষণার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো এটি তুলে ধরা যে, স্ত্রীধন হলো নারীর একচ্ছত্র সম্পত্তি। বিবাহ বা অন্যান্য সময়ে উপহার হিসেবে পাওয়া অর্থ, অলংকার বা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে স্বামীর বা শ্বশুরবাড়ির লোকেদের কোনো আইনগত অধিকার নেই।
- **আইনগত সচেতনতা বৃদ্ধি –**
  গবেষণা নিবন্ধের মাধ্যমে হিন্দু আইন (Section 14 of the Hindu Succession Act, 1956) এবং ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আলোকে নারীর সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে আইনি জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া।
- **অপব্যবহার ও ন্যায়বিচার রোধ –**
  স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যদি স্ত্রীধন জোরপূর্বক ধরে রাখে, তবে ভারতীয় দণ্ডবিধি ৪০৫ ও ৪০৬ ধারার অধীনে সেটি যে অপরাধ (Criminal Breach of Trust) তা গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরা।
- **যৌতুক ও স্ত্রীধনের পার্থক্য নিরূপণ –**
  অনেক সময় যৌতুক (Dowry) এবং স্ত্রীধনকে এক করে ফেলা হয়। গবেষণার নিবন্ধগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো এই দুটির মধ্যে স্পষ্ট আইনি পার্থক্য তৈরি করা এবং নারীদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা।
- **ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ –**
  প্রাচীন হিন্দু আইন থেকে আধুনিক আইন পর্যন্ত নারীর সম্পত্তির অধিকারের যে বিবর্তন, তা বিশ্লেষণ করে নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির বিষয়টি গবেষণায় ফুটিয়ে তোলা।

মূল লক্ষ্য

গবেষণার লক্ষ্য হলো সমাজ থেকে নারীদের ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা দূর করা এবং স্বামী বা আত্মীয়দের দ্বারা সম্পত্তির অপব্যবহার রোধ করে নারীদের নিঃশর্ত মালিকানা নিশ্চিত করা।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য 'স্ত্রীধন' কে তার পিতা, মাতা, স্বামী বা ভাই কর্তৃক প্রদত্ত সম্পত্তি বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন। বিবাহ, উপহার বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অলংকার ও অর্থ সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। যাজ্ঞবল্ক্য মিতাক্ষরা আইনে এই সম্পত্তিকে পুরুষের অধিকার থেকে মুক্ত এবং নারীর স্বাধীন ব্যবহারযোগ্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যা আধুনিক হিন্দু আইনেও নারীর অধিকারের ভিত্তি।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে স্ত্রীধন-এর মূল দিকসমূহ

- **সংজ্ঞা ও পরিধি**

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি অনুসারে বিয়ের সময় অগ্নিসাক্ষীর দ্বারা প্রদত্ত উপহার (অধ্যগ্নি) বধূবরণ অনুষ্ঠানে প্রাপ্ত উপহার, স্বামী, পিতামাতা বা ভাই থেকে পাওয়া উপহার এবং প্রীতি উপহার স্ত্রীধন হিসেবে গণ্য। স্ত্রীয়াঃ ধনম্ স্ত্রীধনম্-এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে স্ত্রীধন বলতে স্ত্রী সম্বন্ধী ধন বোঝায়। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ব্যবহার অধ্যায়ে দায়ভাগ বর্ণনা প্রসঙ্গে স্ত্রী ও পুরুষের পৈতিক ধনবিভাগ বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে স্ত্রীধনের স্বরূপ নিরূপণ করে আচার্য যাজ্ঞবল্ক্য বলেন-

"পিতৃমাতৃ পতিভ্রাতৃদত্তমধ্যগ্ন্যুপাগতম।
অধিবেদনিকাদ্যঞ্চস্ত্রীধনং পরিকীর্তিতম্॥ (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা -২/১৪৩)
বন্ধুদত্তং তথা শুল্কমন্বাধেয়কমেব চ।
অতীতায়ামপ্রজসি বান্ধবাস্তদবাপ্নুয়ুঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা -২/১৪৪)

যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি থেকে মোট ছয় প্রকার স্ত্রীধনের কথা জানা যায়-

1. **আধিবেদনিক-** দ্বিতীয়বার বিবাহকালে পতি তার পূর্বপত্নীকে সন্তুষ্ট করার জন্য যে ধন দেন। (যা বর্তমান সমাজে ডিভোর্স এর সময় প্রাপ্ত ধন হিসেবে গণ্য)
2. **অধ্যগ্ন্যুপাগত-** বিবাহকালে গার্হপত্য অগ্নি সাক্ষ্য করে কন্যার মাতুল প্রভৃতি আত্মীয়গণ যে ধন দেয়।
3. **অন্বাধেয়-** বিবাহের পর স্বামিকুলে লব্ধ ধন।
4. **আধিবেদনিক-** পতির ঘর যাওয়ার সময় পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত ধন।
5. **প্রীত্তিদত্ত-** শ্বশুর বা শ্বাশুরির কাছ থেকে প্রাপ্ত ধন।
6. **সৌদায়িক-** বিবাহিতা বা অবিবাহিতা কন্যা পতিগৃহে বা পিতৃগৃহে ভ্রাতা বা পিতামাতার নিকট যে ধন পায়।

- **অধিকার**

নারী এই সম্পত্তির একমাত্র মালিক, তিনি এটি বিক্রি, দান বা বন্ধক দিতে পারেন। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় স্পষ্ট বলা হয়েছে ভর্তা কুটুম্বভরণার্থে, দুর্ভিক্ষে, অবশ্য কর্তব্য ধর্মকার্য সম্পাদনের জন্য, ব্যাধিপ্রতিকারের জন্য, বন্দিগ্রহণ ও নিগ্রহ প্রভৃতিতে স্ত্রীধন ব্যয় করলে, তা আর স্ত্রীকে ফিরত দিতে হবে না।

"দুর্ভিক্ষে ধর্মকার্যে চ ব্যাধৌ সংপ্রতিবোধকে।
গৃহীতাং স্ত্রীধনং ভর্তা ন স্ত্রীয়ৈ দাতুমর্হতি॥" (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা -২/১৪৭)

উত্তরাধিকার

যাজ্ঞবল্ক্য মিতাক্ষরা আইনে স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারের সাধারণ নিয়মের চেয়ে ভিন্নক্রম উল্লিখিত করেছেন। যেমন স্ত্রীলোকের মৃত্যুর পর স্বামীর নিকট আত্মীয় স্ত্রীধন পাবেন। আবার এ ও বলা হয়েছে স্ত্রীর মৃত্যুর বিবাহবিধি অনুসারে পরিণীতা অপত্যহীনা স্ত্রীলোকের স্ত্রীধন তার মাতা ও পরে পিতা, মাতাপিতা না থাকলে পাবে নিকট আত্মীয়।

"অপ্রজস্ত্রীধনং ভর্তুর্ব্রাহ্মাদিষু চতুর্ষ্বপি।
দুহিতৃণাং প্রসূতা চেচ্ছেয়েষু পিতৃগামি তৎ॥ (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা -২/১৪৫)

- **ঐতিহাসিক গুরুত্ব**

প্রাচীনযুগে যেখানে মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার সীমিত ছিল, সেখানে যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রীধন ধারণার মাধ্যমে নারীদের আর্থিক স্বাবলম্বিতা ও নিরাপত্তাদের আইনগত স্বীকৃতি দিয়েছেন।

- **আধুনিক ভারতীয় আইনে আইনি স্বীকৃতি**

হিন্দু উত্তরাধিকার আইন ১৯৫৬ এর ১৪ ধারায় একজন মহিলার সীমিত সম্পত্তিকে পরম সম্পত্তিতে (স্ত্রীধন) রূপান্তরিত করে। ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইনের ২৭ ধারায় আদালতকে দম্পত্তির যৌথভাবে ধারণকৃত সম্পত্তির নিষ্পত্তির জন্য বিধান

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

করার ক্ষমতা। ২০০৫ সালের পারিবারিক সহিংসতা থেকে নারী সুরক্ষা আইনে ম্যাজিস্ট্রেটদের নারীর কাছে স্ত্রীধন ফেরত দেওয়ার আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেয়।

- **বর্তমান সমাজে স্ত্রীধনের আইনি ও সামাজিক প্রেক্ষাপট**

1) **একচ্ছত্র মালিকানা** -

সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ে (২০২৪) বারংবার স্পষ্ট করা হয়েছে যে, স্ত্রীধন সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীর সম্পত্তি। স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এর মালিক নন।

2) **স্বামীর অধিকার সীমিত** -

স্বামী শুধুমাত্র চরম সংকটের সময়ে স্ত্রীধন ব্যবহার করতে পারেন, তবে তার কর্তব্য হলো পরে সেই সম্পত্তি বা তার মূল্য স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেওয়া।

3) **আইনি সুরক্ষা** -

যদি স্বামী বা শ্বশুর বাড়ির লোকেরা স্ত্রীধন ফেরত দিতে অস্বীকার করে, তবে তা 'Criminal Breach of Trust' বা অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ বলে গণ্য হবে।

Conclusion

ভারতীয় আইনে স্ত্রীধন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, যা মহিলাদের আর্থিক স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একটি উপায় হিসেবে কাজ করে। এটি আইনি ব্যবস্থার মধ্যে নারীর অধিকারের ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি প্রতিফলিত করে, যা তাদের সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের সুযোগ করে দেয়। তবে স্ত্রীধন সম্পর্কে সচেতনতা এবং শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেক মহিলা এখনও তাদের অধিকার সম্পর্কে অবগত নন। স্ত্রীধনের নীতিগুলি বোঝা এবং সমুন্নত রাখার মাধ্যমে সমাজ, ভারতে নারীর ক্ষমতার এবং লিঙ্গ সমতা প্রচারের দিকে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিতে পারে।

References

বসু, ডঃ অনিল চন্দ্র, কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা (ব্যবহারাধ্যায়), সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৮/১ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০৬, 2019 ।

বসু, ডঃ অনিল চন্দ্র, মনুসংহিতা (সপ্তম অধ্যায়), সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৮/১ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০৬।

বর্মণ, শ্রী অভয়, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ২৮/১ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০৬, 2008 ।

কুমার, ডঃ দীপক, এবং দত্ত ভট্ট, ডঃ সঞ্জয়, সংস্কৃতপ্রতিস্পর্ধাপ্রকাশ, চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, চৌখম্বা পাব্লিশিং হাউস, ৪৬৯৭/২ নই দিল্লি ১১০০২, 2022 ।

বসাক, ডঃ রাধাগোবিন্দ, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেড, কলকাতা, ১৩ ১৯৭০ ।

ব্যানার্জী, স্যার গুরুদাস, "বিবাহ ও স্ত্রীধনের হিন্দু আইন", মিত্তাব পাবলিকেশন, ফরগটেন বুকস এবং বিবলিওলাইফ, কলকাতা, ২০০৯

All rights reserved. © 2026